দৈনিক খবর

তারিখ 3 0 MAR 1992
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৭

জহুরুল হক হল ভিপি ছাত্রলীগ নেতা টোকনসহ ৪ জনকে গ্রেফতার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছাত্র-পুলিশ গুলী বিনিময়

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

গতকাল রোববার ভোর রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জহুরুল হক হলে তল্লাশী চালিয়ে পুলিশ হল সংসদের ভিপি ও ছাত্রলীগ নেতা মনজুরুল আলম টোকনসহ চার ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে। পরবর্তী সময়ে পুলিশ এসএম হলে তল্লাশী অভিযান চালালেও কোন হল থেকেই অস্ত্র উদ্ধার করতে পারেনি। তল্লাশী অভিযান শেষ হবার পর সকালে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষে কমপক্ষে একশ' রাউন্ড গুলী বিনিময় হয়েছে। তবে এতে হতাহতের কোন খবর পাওয়া যায়নি। টোকনকে গ্রেফতারের প্রতিবাদে সকালেই একদল বিক্ষুব্ধ যুবক নীলক্ষেত ও পলাশী এলাকায় একটি ট্রাক ও একটি টেম্পোতে অগ্নিসংযোগ এবং কয়েকটি গাড়ীর গ্লাস ভাংচুর করেছে।

জহুরুল হক হল ছাত্র সংসদের

শেষ পৃষ্ঠায় ৩য় কলামে

গতকাল পুলিশ জহুরুল হক হলে তল্লাশী চালায়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

নেতৃবৃন্দ এক সাংবাদিক সম্মেলনে গতকাল সন্ধ্যায় পুলিশী হয়রানির নিন্দা ও গ্রেফতারকৃত টোকন অন্যান্য অন্যান্য নেতৃবৃন্দের মুক্তি দাবী করেছেন। জহুরুল হক হল ছাত্র সংসদ কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

জানা গেছে, গতকাল রাত দু'টো পাঁচ মিনিটে মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের ১৪/১৫ জন সদস্য জহুরুল হক হলের পশ্চিম দিকের স্টাফ কোয়ার্টার সংলগ্ন দেয়াল টপকে হল কম্পাউন্ডে প্রবেশ করে। প্রায় একই সময় আরো কয়েক গাড়ী পুলিশ হলের চারদিক ঘিরে ফেলে।

পুলিশ হলে প্রবেশ করেই ১০৫ নং কক্ষে অভিযান চালায় এবং হল সংসদের ভিপি মনজুরুল আলম টোকনকে গ্রেফতার করে। টোকন ঐ রুমে ঘুমন্ত অবস্থায়ছিল।

হলের বিভিন্ন কক্ষে তল্লাশী অভিযান চালিয়ে নয় রাউন্ড থ্রি নট থ্রি রাইফেলের গুলী ও তিনটি বুলেট চার্জার উদ্ধার করা হয়েছে বলে পুলিশ জানায়। খন্দকার আবুল কাশেম (২৭), সরওয়ার হোসেন (২৭) ও আবুল বাশার নামে আরো তিন ব্যক্তিকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে।

ঘটনার প্রতিবাদে সকাল পৌনে সাতটায় একদল বিক্ষুব্ধ যুবক নীলক্ষেত ও পলাশী মোড়ে ৪/৫টি গাড়ী ভাংচুর করে এবং একটি মাল বোঝাই ট্রাকে (ঢাকা ন-৪৩৯৯) অগ্নিসংযোগ করে। একই সময়ে নীলক্ষেত, পলাশী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস এলাকায় কমপক্ষে একশ' রাউন্ড গুলী বর্ষণের ঘটনাঘটেছে।

জানা গেছে, পুলিশের সাথে বিক্ষুব্ধ যুবকদের গুলী বিনিময় হয়েছে। পুলিশ ঐ যুবকদের ছত্রভঙ্গ করার জন্য কমপক্ষে ১২ রাউন্ড কাঁদানে গ্যাস ও ২০ রাউন্ড শর্টগানের গুলী ছোঁড়ার কথা স্বীকার করেছে।

গুলী বিনিময় চলার সময় বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় কোন যানবাহন চলাচল করেনি। পুলিশ কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করলে পার্শ্ববর্তী মোহসীন হল ও এএফ রহমান হলে কাঁদানে গ্যাসের তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে। ঘুমন্ত ছাত্রদের প্রায় সবাই কাঁদানে গ্যাসের ঝাঁঝালো গন্ধে জেগে উঠেছে।

টোকন গ্রেফতার হবার পরপরই রাত সাড়ে তিনটায় জহুরুল হক হল থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে ছাত্ররা ভিসির বাড়ীর দিকে যাবার চেষ্টা করলে পুলিশ তাদের ধাওয়া করে; পরে একটি বিক্ষোভ মিছিল ভিসির বাংলোর সামনে এক সমাবেশের আয়োজন করে। সমাবেশে বক্তৃতা করেন মমতাজউদ্দিন মেহেদী। তিনি অবিলম্বে টোকনসহ গ্রেফতারকৃত অন্যান্য ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীর মুক্তি দাবী করেন।

ভোর চারটার দিকে জহুরুল হক হলের সামনে পুলিশ ছাত্রদের মিছিলে আরেক দফা লাঠিচার্জ করলে ছাত্রলীগ কর্মী হামিদুর রহমান হায়দার আহত হন। পরে হল গেটে আয়োজিত আরেকটি সমাবেশে বক্তৃতা করেন ছাত্রলীগ নেতা কে এইচ এম লিজু।

গ্রেফতারকৃত টোকন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সন্ত্রাসী ঘটনার সাথে জড়িত এবং মির্জা গালিব ও লিটন হত্যা মামলার আসামী বলে পুলিশ উল্লেখ করেন।

অপরদিকে সকাল ১০টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের এস এম হলে সাদা পোশাকধারী পুলিশ বিশেষ তল্লাশী অভিযান চালায়। তবে এস এম হল থেকে পুলিশ কিছুই উদ্ধার করতে সক্ষম হয়নি।

হল সংসদ নেতৃবৃন্দ সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, দেশবাসী যখন মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে গণআদালতের রায় একাত্তরের ঘাতক গোলাম আযমের ফাঁসি দাবী করছে সে মুহূর্তে নেতৃবৃন্দের নামে সরকার গ্রেফতারী পরওয়ানা জারি করে স্বৈরাচারী মনোভাবের পরিচয় দিচ্ছে।

তারা বলেন, টোকনসহ অত্র হলের আবাসিক ছাত্র সারোয়ার হোসেন, ছাত্রনেতা ডালাস ও বাদশাকে গ্রেফতার তল্লাশী অভিযানকালে পুলিশ ছাত্রদের সাথে খারাপ আচরণ করেছে। নেতৃবৃন্দ অভিযোগ করেন, পুলিশের ছত্রছায়ায় গতকাল সকালে মনিরুজ্জামান বাদলের হত্যাকারীরা শিক্ষকদের উপর হামলা পরিচালনা করে এবং জহুরুল হক হলের দিকে গুলী বর্ষণ করতে থাকে।

তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে ব্যাপক ভাংচুর করেছে। সাংবাদিক সম্মেলনে নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে টোকনসহ অন্যান্য ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীদের মুক্তি দাবী করেন। অন্যথায় উদ্ভূত পরিস্থিতির জন্য সরকারই দায়ী থাকবেন বলে জানান।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবে হামলা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবের সম্পাদক স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গতকাল সকালে একদল উচ্ছৃংখল যুবক বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে এবং প্রতিটি দরজা-জানালার কাঁচের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে। ক্লাব কর্তৃপক্ষ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি উক্ত ঘটনার তীব্র নিন্দা করেন।

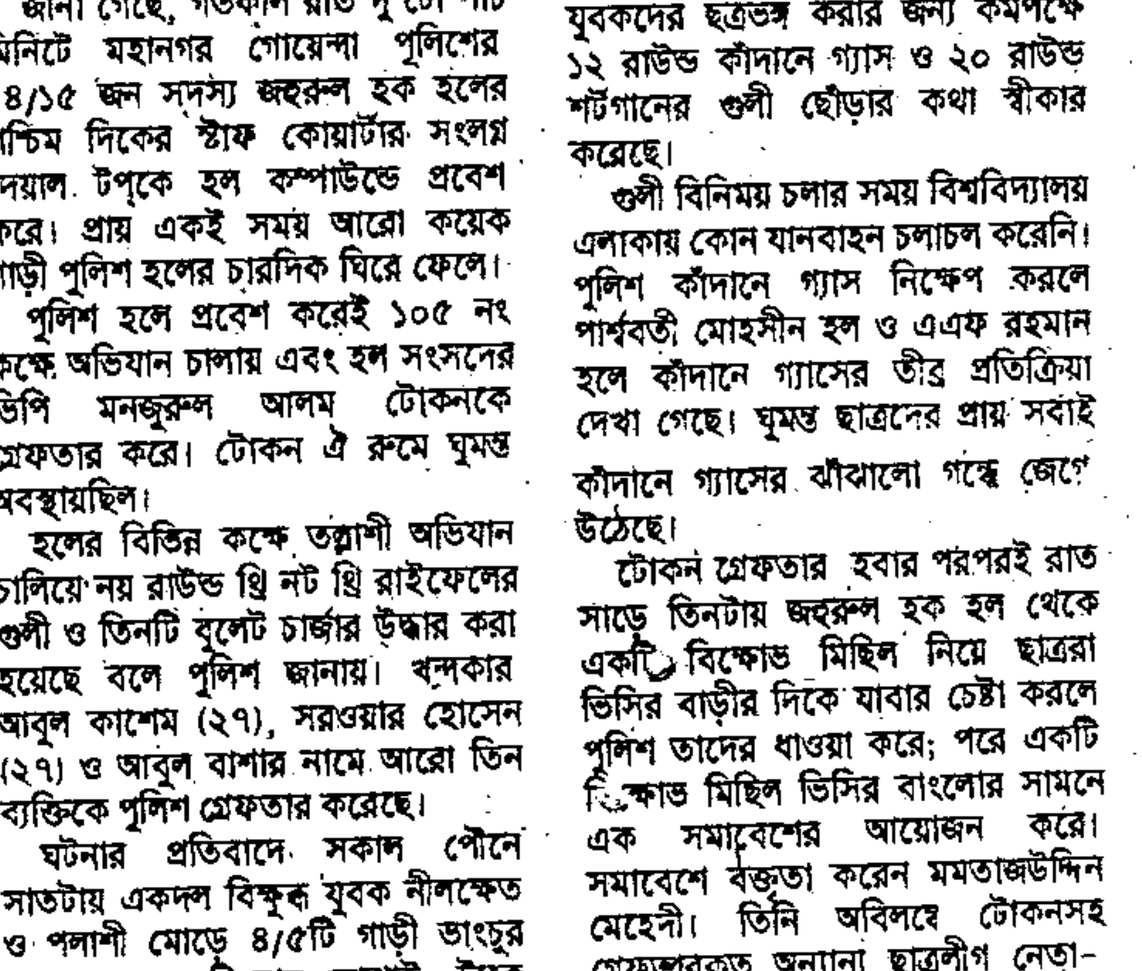

গতকাল রোববার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জহুরুল হক হলে তল্লাশী অভিযানকালে পুলিশ মনজুরুল আলম টোকনসহ চারজনকে গ্রেফতার করে